তীর

মাহমুদা রুনু

ভুমিকার অতিরঞ্জন নয়।
মনোহর মনোরঞ্জন নয়।
বাস্তব বক্তব্যের জয় হোক।
আজই। অদেখা আগামীতে নয়।

প্রতিটি মানুষের থাকে অনেক তীর।
কথার তীর, ব্যাথার তীর,
বুদ্ধির তীর, বৃত্তির তীর,
সংগ্রামের তীর, সমঝোতার তীর,
প্রেমের তীর, প্রীতির তীর,
স্নেহের তীর, মোহের তীর,
হিংস্রতার তীর, হীনম্মন্যতার তীর,
বিফলতার তীর, সফলতার তীর।

তীর ধনুকের বিশাল আয়োজন নিয়ে
আছে আমাদের মত-পথ একান্ত ;
আমাদের আছে সর্বোচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্তির
মোড়ানো কাগজ একাধিক অনন্ত -
রাখা সযতনে -
বুদ্ধিজীবি গোত্রের সুবিদিত সনদ নিতান্ত।
সবাই এসেছি সেই রক্ত ভেজা
মাটির মমতার অঙ্গন থেকে, পুন্যমনে।

পরবাসের পরম দুর্লভ সময় দিয়ে
স্বপ্নের তীর নিয়ে এগিয়ে আসেন
একেকজন একেক আদর্শের পথ ও মত নিয়ে
একটি ক্ষুদ্র বাংলা গড়ার জন্য,
জড়ো হোয়ে যান
কিছু সুজন, বুদ্ধিজীবি অনন্য।
সহসা হীন কৌশল তীর নিয়ে মননে
ছুটে আসেন কেউ এবং কজন
স্বপ্নদ্রষ্টা সরে যান দুরের অরন্যে।
স্বপ্ন ভেঙ্গে খান খান শাখা প্রশাখায় ;
গড়া হয়না ক্ষুদ্র বাংলা, স্বপ্নের বিপন্নে।

সংগ্রহ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে
সমঝোতা, প্রীতি আর স্নেহের তীর।
সবাই একা হোয়ে পরছে যে যেখানে, ক্রমে ক্রমে।
করতে একান্ত মত-পথ কে জাহির
নিপুন পরিকল্পনায় ছোড়ে হিংসা-হিনম্মন্যতার তীর।
যে ছোড়া-ছুড়ি অবিরত ভেতরে ও বাহির।

প্রেমের তীর দিয়ে বধ হওয়া
প্রেমিক-প্রেমিকা বাস্তব সংসারী;
শান্তি-স্বস্থি থাকে সমঝোতার।

তীর-ধনুকের খেলার বলিহারী।
জীবিকার সাফল্যে প্রত্যহ আসে-যায়
বুদ্ধিবৃত্তি এবং সনদের তীর।
জীবন ও জীবিকা সচল রাখে তায়
সফল তীর বেঁধা-জন গাথে নীড়।
সেই একই জনে
কিভাবে হিংসা-বিদ্বেষের তীর
তুলে ধরেন ক্ষুদ্র স্বার্থ রণে!
তার চেয়েও ক্ষুদ্র আত্মম্ভরিতার সনে।
দেখে বড় বিস্ময় মনে।

হিংস্রতার তীর এতটাই প্রকান্ড ও ভয়াবহ
আমাদের গোত্রে
একটা দেশের ও জাতীর স্বপ্নদ্রষ্টাকে
সপরিবারে হত্যার ভয়ঙ্কর বিভষিকায়
দেয় প্রতিদান।
জাতীয় অবদান।

তবুও আমি বিশ্বাস করি
এজাতীর অরোধ্য সংগ্রামী তীরন্দাজী কাঠিন্য।
তাই প্রাণের পরম আশা নিয়ে
ডাক দিয়ে যাই এই প্রবাসের
সকল সংস্কৃতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি সচেতন
বঙ্গসন্তানদের।
আসুন আমাদের সবার চেতনা, শিক্ষা, প্রীতি ও
সমঝোতার
সবগুলো তীর একসাথে বেঁধে ফেলি।
আসুন সকলে মিলে একটি বাংলাদেশ হোয়ে
প্রবাসের মুলধারায় যাই মিলি।
গড়ি একটি তীর, যার নাম বাংলাদেশ।
এদেশের শিক্ষা, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি
উন্নত প্রকল্প দিয়ে একটি শক্ত সেতু গড়ি।
যে সেতুর পথ ধরে প্রকল্প চলে যেতে পারে নিতি
বাংলাদেশের শিক্ষায়তন, নদী, পথ, কারখানা
রক্ষার তরী।
আমাদের মেধার সুচাগ্র তীর
কেন নষ্ট করা অনর্থক ব্যক্তিবিভেদে!
কেন গড়া অচলায়তন; ব্যক্তির সখেদে!

একসাথে বাধো সহস্র তীর
ওহে প্রবাসের বাঙ্গালী -
প্রগতির পথ প্রসারিত হবে, জ্বেলে
লাল-নীল আলো দীপালী।

১ অক্টোবর ২০১০